৭১

ভোরের কাগজ

তারিখ ..28 JUL 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ৭২ কলাম ৭......

জ্ঞাপন করেন।

সাংবাদিকদের সঙ্গে উপাচার্যের মতবিনিময়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত ছাত্রদেরকে বেতন-ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার আহ্বান

কাগজ প্রতিবেদক : উপাচার্যসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক কর্মকর্তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহত্তর স্বার্থে বেতন-ফি বৃদ্ধির কারণে আন্দোলনরত ছাত্রদেরকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্রগুলোর প্রতিনিধিরাও গতকাল এই বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন।

গতকাল সোমবার বিকালে উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরীর বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে উপাচার্য, বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান ও সিনিয়র শিক্ষকদের এক মত বিনিময় সভায় এই মতামত প্রতিফলিত হয়।

অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী বলেন, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালে মাসে ছাত্র বেতন ছিলো ১০ টাকা, গত বছরও তা ১০ টাকাই ছিল। এ বছর তা বাড়িয়ে ২০ টাকা করা হয়েছে। এমনিভাবে অন্যান্য ফি আনুপাতিক হারে নামেমাত্র বাড়ানো হয়েছে। গত বছরের তুলনায় এই বৃদ্ধি মাত্র ৩২০ টাকা।

গত বছর ভর্তির সময় ১ বছরের জন্য দিতে হতো ২০২০ টাকা, এ বছর দিতে হবে ২৩৪০ টাকা। ইতিপূর্বে গৃহীত ২৭৩০ টাকা থেকে গত ২৫ জুলাই পরিবেশ পরিষদের সভাশেষে ৩৯০ টাকা কমিয়ে এই অঙ্ক ধার্য করা হয়। উপাচার্য বলেন, গত বছর ১৫৬৫ টাকায় ভর্তি করা হয়েছে বলে কেউ কেউ যে অপপ্রচার করছে তা ভিত্তিহীন। কারণ গত অর্থবছরে বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার আগে যে কয়েকজন ছাত্র ভর্তি হয়েছে তাদের কাছ থেকে আগের বছরের হিসাবে ১৫৬৫ টাকা রাখা হয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট পাসের পর সবার কাছ থেকেই ২০২০ টাকা নেওয়া হয়েছে। তেমনি এ বছরও অনেকে ২৭৩০ টাকা দিয়ে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু ২৫ জুলাইয়ের পর এখন ২৩৪০ টাকাতেই ভর্তি হওয়া যাবে।

অভিভাবকদের উদ্দেশে উপাচার্য বলেন, আপনাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার মান উন্নয়নের জন্যই এই সামান্য অঙ্কের টাকা বাড়ানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিকায়নে ব্যয় হবে এই বর্ধিত আয়। তিনি জানান, বেতন বৃদ্ধি বাবদ এ বছর ২৫-৩০ লাখ টাকা বেশি আয় হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে আছে ব্ল্যাক বোর্ড চকের বদলে হোয়াইট বোর্ড-মার্কার, ক্লাস রুমে মাইক্রোফোন স্থাপন, লাইব্রেরি কম্পিউটারায়ন ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করা, বারকোটেড পরিচয়পত্র বিতরণ, বড়ো ক্লাসগুলোতে সেকশন করা ইত্যাদি।

গতকালের এই বৈঠকে উপাচার্য ছাড়াও উপ-উপাচার্য, বিভিন্ন অনুষদের ডীন, প্রায় সবগুলো বিভাগের বিভাগীয় প্রধানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকদের মধ্যে বিএফইউজে সভাপতি ইকবাল সোবহান চৌধুরীসহ দৈনিক ইত্তেফাক, জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ, সংবাদ, ডেইলি স্টার, ইনডিপেনডেন্ট, বাংলার বাণী, সংগ্রাম, সাপ্তাহিক ২০০০সহ বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশ নেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য শিক্ষক ও ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানান।